দৈনিক খবর

তারিখ 16 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

010

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপন

ফুলে ফুলে ভরা জগন্নাথ হলে নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভ — খবর

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন যথাযথ মর্যাদায় গতকাল শনিবার 'শোক দিবস' হিসেবে জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার তৃতীয় বার্ষিকী পালন করেছে।

এ উপলক্ষে 'অক্টোবর স্মৃতি ভবন' প্রাঙ্গণে আয়োজিত স্মরণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেছেন, জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৯ জন ছাত্র-তরুণের তাজা রক্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দূরবস্থা ও সংকটের চিত্রই তুলে ধরেছে। আজ শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা দূর করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক কর্মসূচীর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এই করুণ ও হৃদয়বিদারক দিনটি স্মরণ করে। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মিলনায়তনের ছাদ ধসে ঘটনাস্থলেই ৩৪

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর

তারিখ 16 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন ছাত্র-তরুণ ও পরে আরো ৫ জন নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় আহত শতাধিক ছাত্রের অনেকেই এখন মানসিক ও শারীরিকভাবে পঙ্গু। দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত মিলনায়তন ভবনের ভিতের ওপরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারী সহায়তায় নির্মাণ করেছে 'অক্টোবর স্মৃতি ভবন'। দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মৃতি ধরে রাখতে এ ভবনে রয়েছে স্মৃতিফলক ও স্মৃতি সংরক্ষণাগার।

'শোক দিবস' হিসেবে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল ছুটির দিন। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তারা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে মৌন মিছিল যোগে অক্টোবর স্মৃতি ভবনে যান এবং স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে হল প্রাঙ্গণে নিহতদের জন্য প্রার্থনা সভা এবং বিকেলে স্মৃতি ভবন প্রাঙ্গণে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।

স্মরণ সভায় উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বাঙ্গালী জাতিসত্তাকে যে ক'টি রক্তঝরা দিন নাড়া দিয়েছে, সেদিনই এসেছে ভাষা, স্বাধীনতা। ১৫ই অক্টোবরেও ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র জাতিসত্তার জাগরণ ঘটেছিল। রক্তের বিনিময়ে গড়ে উঠেছিল ঐক্য।

তিনি বলেন, তাদের রক্ত আমাদের শিক্ষার করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। তাদের মৃত্যুর অবর্ণনীয় শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে ১৫ই অক্টোবরকে আলোকবর্তিকা হিসেবে সামনে তুলে ধরতে হবে। অক্টোবরের স্মৃতি হোক আমাদের প্রেরণা।

উপাচার্য আহতদের পুনর্বাসনে এগিয়ে আসার জন্য সরকার বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও বিত্তশালী শিল্পপতিদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এজন্য দশটি সংস্থা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছি। এখনও কোন সুফল পাইনি। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১২টি পদ সৃষ্টি করতে চায়। তিনি ১২টি পদের লক্ষ্যে অর্থ সহায়তা দানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

সভায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, অক্টোবর স্মৃতি ভবন রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য, যখনই মহৎ বা বড় কিছু করেছি, রক্তের ভিতের ওপর তা করতে হয়েছে। এদিক থেকে অক্টোবর স্মৃতি ভবন একটি প্রতীকী ভবন। আমাদের তরুণরা রক্ত দিতে কোনদিন কার্পণ্য করেনি। তিনি আহতদের পুনর্বাসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও তার নিজের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের আশ্বাস দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম বলেন, ১৫ই অক্টোবর শোকের দিন। কিন্তু আমাদের আগামী দিনের পুনর্গঠন কাজে এ শোককে কাজে লাগাতে হবে। এ দেশের ছাত্র-শিক্ষক সমাজ সবসময় অবহেলিত। আমরা শিক্ষার সুযোগ চাই। আমরা সবাই বাঙ্গালী— এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয়। তিনি সরকারী ও বেসরকারী কলেজে আহত ও পঙ্গুদের চাকরি দেয়ার দাবী জানান।

জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ডঃ ললিত মোহন নাথ দুর্ঘটনার সময় তার বিষাদময় স্মৃতি উচ্চারণ করে বলেন, দুর্ঘটনায় আহত দশজন ছাত্র কোনদিন আর পুরোপুরি সুস্থ হবে না। তিনি এ দশজনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেয়ার অনুরোধ জানান।

আহত ছাত্র বিধান গোস্বামী আহতদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয়া ৫শ' টাকার উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা এবং পাস করে যাওয়া আহতদের চাকরি ও পুনর্বাসনের দাবী জানান।

এ ছাড়াও স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, আসাদুজ্জামান রিপন, মোহাম্মদ তাহের উল্লাহ, নুরুল ফজল বুলবুল, জহির উদ্দিন স্বপন ও আবুল কাশেম আবু।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার কারণেই ৩৯ জনের করুণ ও অকাল মৃত্যু হয়েছে উল্লেখ করে তারা বলেন, গোটা সমাজের ছাদ আজ ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। গোটা সমাজ পুনর্গঠনের মাধ্যমে দেশে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সভার শুরুতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন ছাত্র এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনও যথাযথ মর্যাদায় দিনটি পালন করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সকালে শোক মিছিলের মাধ্যমে স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এ ছাড়াও স্মৃতি ফলকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়েছে ছাত্রলীগ (সু-র), জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্রলীগ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, কলকণ্ঠ, ঋত্বিজ শিল্পী গোষ্ঠী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খৃস্টান ছাত্র সংসদ ও বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ।

কলকণ্ঠের কর্মসূচী

১৫ই অক্টোবর জগন্নাথ হল দুর্ঘটনা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সংগঠন কলকণ্ঠ আজ রোববার ভোর ৬ টায় প্রভাত ফেরী ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং বিকেলে স্মৃতি তর্পণ, শোকের গান ও শোকের কবিতা পরিবেশনের কর্মসূচী নিয়েছে।

বাকশাল

জগন্নাথ হল দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে বাকশালের পক্ষ থেকে মুকুল বোস রক্তদান ও স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।